সংবাদ

22 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

রাজনৈতিক কারণে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে

সালাম জুবায়ের ॥ চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, রাজনৈতিক কারণে সারাদেশে মাধ্যমিক স্তরের অসংখ্য শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। চাকরিচ্যুত অধিকাংশের অপরাধ তারা প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগের সমর্থক। এভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে শিক্ষকদের চাকরিচ্যুতির বিষয়টি নিয়ে সারাদেশের শিক্ষক মহলে ক্ষোভ-বিরাজ করছে। দেশের শিক্ষাঙ্গনে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে শিক্ষক সমাজ

চাকরিচ্যুত ঃ পৃঃ ২, কঃ ৭

চাকরিচ্যুত ঃ করা হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মনে করছেন। চাকরিচ্যুত একাধিক শিক্ষক এবং শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করে এসব তথ্য মিলেছে।

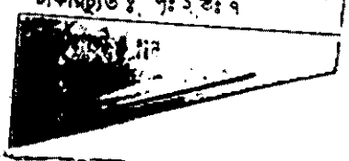

২০০১ সালের ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক পরাজয় এবং চারদলীয় জোটের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর সারাদেশে জোট কর্মীরা একদিকে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বাড়িঘর, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে হামলা করার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সমর্থকদের তাদের চাকরি থেকে হটাতে শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় জোট নেতারা বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ থেকে বেছে বেছে আওয়ামী লীগ সমর্থক শিক্ষকদের তাড়াতে শুরু করে। এই শিক্ষক তাড়ানো কর্মসূচি শুরু করার আগে দেশের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙে জোটের নিজস্ব লোকদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটি নিজের পছন্দমতো যাকে ইচ্ছে তাকে চাকরিচ্যুত করতে শুরু করে। এই শিক্ষক তাড়ানো কর্মসূচি আইনগতভাবে জায়েজ করার জন্য চাকরিচ্যুতদের বিরুদ্ধে মনগড়া নানা অভিযোগ তোলা হয়। পরে অনেকটা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই সংশ্লিষ্টদের চাকরিচ্যুত করা হয়। চাকরিচ্যুত শিক্ষকগণ বিভিন্ন মহলে অনেক দেন-দরবার করলেও কোন সুবিচার পাননি। ক্ষমতাসীনদের সিদ্ধান্তই বহাল থাকে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একটি তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল; কিন্তু সফল হননি। কারণ ক্ষমতাসীন মহল শুধু শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা এই চাকরিচ্যুতির বিরুদ্ধে যাতে কোন প্রতিবাদ হতে না পারে তার জন্য সংশ্লিষ্টদের শাসিয়ে দেয়।

রাজধানীর খ্যাত-অখ্যাত ১১টি কলেজের শিক্ষককে নানা অজুহাতে চাকরিচ্যুত বা পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। কলেজগুলো হচ্ছে উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মকবুল হোসেন কলেজ, স্টেট কলেজ, বোরহানউদ্দিন কলেজ, আইডিয়াল কলেজ, উইলস্ লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, তেজগাঁও মহিলা কলেজ, দনিয়া কলেজ, মিরপুর গার্লস আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বঙ্গবন্ধু কলেজ, কাচকুড়া কলেজ ও তেজগাঁও কলেজ।

ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জে ২জন এবং নরসিংদীতে ৪জন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করার খবর জানা গেছে।

এসব স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বিভিন্ন সময় বেআইনিভাবে চাকরিচ্যুত করা হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন হস্তক্ষেপ করেনি; বরং প্রায় সব ক্ষেত্রেই এসব অবৈধ কাজকে সহযোগিতা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষক সমিতির নেতা রেনা দাস ও চৌধুরী মুরশিদ আলম 'সংবাদ'কে বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যেভাবে সমাজে সম্মানিত শিক্ষকদের বেআইনিভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। শিক্ষকদের এভাবে অসম্মানজনক অবস্থায় ফেলে দেশে শিক্ষাদান কার্যক্রমকে গতিশীল করা যাবে না। তারা এসব বেআইনি কাজ সম্পর্কে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।